40

তারিখ 23 FEB 1992
পৃষ্ঠা… কলাম…

দৈনিক বাংলা

একুশের অঙ্গীকার শিক্ষা ও সাক্ষরতা

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে শুধু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাই নয়, একদিক থেকে বিচার করতে গেলে বিস্ময়কর ঘটনাও। সেই পঞ্চাশের দশকে এদেশের ১৫ শতাংশ মানুষও শিক্ষিত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু ৮৫ শতাংশ নিরক্ষরের দেশে ভাষা আন্দোলনের মত এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। অন্তত সংস্কৃতির অঙ্গনে এর চেয়ে গৌরবের ঘটনা এদেশে আর কখনোই ঘটেনি। এই গৌরবের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই বিবেচনায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনে অক্ষয় হয়েছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে দেখলে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ আন্দোলনের সার্থকতা চূড়ান্ত হয়নি। যে দেশে ভাষা আন্দোলন হতে পারে সে দেশে নিরক্ষর মানুষের এই সংখ্যাধিক্য বেমানান ঘটনা। একে যদি কেউ আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যর্থতা বলেন তাহলে খুব জোরের সঙ্গে কি প্রতিবাদ জানানো যাবে?

ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সর্বজনীন সাক্ষরতার একটা সম্পর্ক আছেই। আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হয়ত কোথাও সেই সম্পর্কের কথা তেমন উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু এটা অনুভব করা যায়। ভাষার বিকাশের গতিশীল ধারায় এ প্রসঙ্গ আসবেই। এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতিই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যতদিন এদেশের একজন নাগরিকও নিরক্ষর থাকবে ততদিন একুশের আবেদন অপূর্ণ থেকে যাবে। সাক্ষরতার আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়াই এবারের একুশের অঙ্গীকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর এই মহান দিবস উদযাপন, একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিচারণ বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে সন্দেহ নেই। সারা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা আমাদের রীতিমত আকৃষ্ট ও মোহগ্রস্ত করে। কিন্তু ব্যাপক নিরক্ষরতার কারণে এই মোহ যখন জাতির একটা অংশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার মত অবস্থা সৃষ্টি করে তখন জাতীয় স্বার্থেই সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার এখন সাধারণত ২৬ শতাংশ বলে ধরা হয়। এই ২৬ শতাংশ মানুষের সকলেই যে একুশের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন এমন দাবী হয়ত করা যাবে না। তবু আমরা তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নিই যে তারা পারেন তাহলেও দেশের ৭৪ শতাংশ মানুষ মূলস্রোতের বাইরে থেকে যান। একুশের প্রভাতফেরি, বটমূলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রেডিও ও টিভির অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা কোনো খানেই এদের ভূমিকা তেমনভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। দেশের সংখ্যালঘু শিক্ষিত মানুষরা একুশকে কেন্দ্র করে এক সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারা একে গণজোয়ার করে তুলতে পারেননি। এটা অতীতের সরকারসমূহ ও এদেশের শিক্ষিত অংশের ব্যর্থতা। অতীতের রাজনীতিরও ব্যর্থতা কিছুটা। কারণ একুশের আবেদনকে সর্বজনীন করে তোলার ব্যাপারে দেশের শিক্ষিত মানুষদের দায়িত্ব আছে। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো কাজই বাস্তবায়িত হতে পারে না। বাংলাদেশে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে একবার গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু হয়েছিল। কিন্তু বিগত স্বৈরশাসনামলে তা বাতিল হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পুনরায় গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা কর্মসূচী ও গ্রামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একুশ মানে শিক্ষা। একুশ মানেসাক্ষরতা।

গণতান্ত্রিক সরকার এখন ক্ষমতায়। একুশের গণতান্ত্রিক রূপ এই সরকারই দিতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। একুশের আদর্শে গণচেতনা সঞ্জীবিত হোক। নিছক জনসাধারণের সংখ্যালঘু অংশের অনুষ্ঠানে পরিণত হলে একুশের মর্যাদা নিশ্চয় ক্ষুণ্ন হয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতাই একুশের আবেদনকে সম্প্রসারিত করবে। সর্বজনীন করবে। সেজন্যেই একুশ শিক্ষা এবং সাক্ষরতার প্রতীক।